FQH = 8

নাপাক হওয়া বিভিন্ন বস্তু; পবিত্র করার পদ্ধতি

১- নাপাকীর ধরণ

- ক. Liquid [তরল]
- খ. Solid [শক্ত]

২- নাপাক হওয়া বস্তুর ধরণ

- ভূমি
- কাপড়
- জমাট
- শক্ত ধাতব বস্তু
- শরীর

১. নাপাকীর ধরণ

১. ক. তরল নাপাকঃ পেশাব বা এ জাতীয় কোন তরল নাপাক কাপড়ে লাগলে তিন বার উত্তমরূপে নিংড়িয়ে ধৌত করতে হবে; যদি তা কোন পাত্রে ধৌত করা হয়। আর যদি প্রবাহিত পানি বা পুকুর অথবা নদীতে পুরো কাপড় চুবিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনবারের অনিবার্য কোন শর্ত নেই।

খ. শক্ত নাপাকঃ কোনো বস্তুতে পায়খানা বা শক্ত নাপাকি লাগলে প্রথমে উক্ত নাপাকি অপসারিত করতে হবে। তারপর তা তিনবার ধৌত করতে হবে। আর যদি তিন বারেও নাপাকি দূর না হয় তাহলে নাপাকি দূর না হওয়া পর্যন্ত ভালোরূপে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। সুতরাং কাপড় ভালো ভাবে ধৌত করার পরও নাপাকির দাগ থাকলে কোনো নেই।

২. নাপাক হওয়া বস্তুঃ নাপাক হওয়ার জিনিসগুলো যেমন বিভিন্ন ধরনের তেমনি তা থেকে পাক হওয়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন:

ভূমির পবিত্রতাঃ

ম্যাট, মেঝে, রাস্তা বা ফ্লোরের কোনো অংশে প্রস্রাব অথবা অন্য কোনো নাপাক (যা দৃশ্যমান) দেখা গেলে প্রয়োজন পরিমাণ পানি ঢেলে তা দূরীভুত করার দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে।

একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করলে সাহাবারা তার উপর ক্ষেপে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বললেন:

دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

“তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, তাকে বাধা দিও না। তবে প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে সহজতার জন্যে পাঠানো হয়েছে কঠোরতার জন্যে নয়।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২০

নাপাক কাপড়ের পবিত্রতা

কাপড়ে নাপাক লেগে গেলে তা যদি দৃশ্যমান হয় প্রথমে তা হাত দিয়ে ঘষে (শুষ্ক হলে) অথবা যে কোনো পন্থায় (শুষ্ক না হলে) পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে।

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঋতুস্রাব দ্বারা কলুষিত পোষাকের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّيْ فِيْهِ.

“তোমাদের কারোর পোষাক ঋতুস্রাব দ্বারা কলুষিত হলে প্রথমে তা হাত দিয়ে ঘষে নিবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেই তাতে সালাত পড়া যাবে।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৭

বি.দ্র- বড় বিছানার এক কোনা নাপাক হলে বাকি সব পাক থাকলে পাক স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়া জায়েয আছে।

জমাট জিনিস পাক করার প্রসেস

জমাট হওয়া ঘি, চর্বি অথবা মধু যদি নাপাক হয়, তাহলে নাপাক অংশটুকু ফেলে দিলেই পাক হয়ে যাবে। সানা আটা অথবা শুকনো আটা নাপাক হয়ে গেলে নাপাক অংশটুকু তুলে ফেললেই বাকীটা পাক হয়ে যাবে। যেমন সানা আটার উপরের অংশে কুকুরে মুখ দিয়েছে, তাহলে সে অংশটুকু ফেলে দিলেই পাক হয়ে যাবে অথবা শুকনো আটায় যদি মুখ দেয় তাহলে তার মুখের লালা যতখানিতে লেগেছে বলে মনে হবে ততখানি আলাদা করে দিলে বাকীটুকু পাক হয়ে যাবে। সাবানে যদি কোন নাপাক লাগে তাহলে নাপাক অংশটুকু পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেললেই বাকী অংশটুকু পাক হয়ে যাবে।

ট্যাংকির পানি পাক করার পদ্ধতি

ট্যাংকির পানির কয়েকটা অবস্থা হতে পারে

- ট্যাংকিতে পানি আসা-যাওয়া অবস্থায় নাপাক পড়া:
- ট্যাংকিতে পানি আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে স্থির অবস্থায় নাপাক পড়া

১. নিচের হাউজ অথবা উপরের ট্যাংকিতে নাপাক পড়লো এমন অবস্থায়-
যখন একদিক দিয়ে পানি আসছে আর অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। যেমন ওয়াসার পাইপ দিয়ে নিচের হাউজে পানি এসে জমা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাম্পের সাহায্যে সেই পানি উপরের ট্যাংকিতে উঠানো হচ্ছে। আবার গোসলখানা ও টয়লেটের কল দিয়ে সেই পানি বেরও হয়ে যাচ্ছে।
তাহলে অধিকাংশ ফকীহের মতে এই পানি প্রবাহমান পানির হুকুমে। তাই নাপাক পড়া দ্বারা পানি নাপাক হবে না। তবে নাপাক পড়ে যদি পানির গুণাগুণ তথা-স্বাদ, রঙ ও গন্ধের কোনো একটি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। খুলাসাতুল ফতোয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫

২. হাউজে পানি আসা যাওয়া বন্ধের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে: যেমন পানি-
আসা ও বের হওয়ার উভয় রাস্তা বন্ধ কিংবা আসা বা বের হওয়ার কোনো একটি রাস্তা বন্ধ। উভয় অবস্থায়, অধিকাংশ ফকীহগণের মতে ট্যাংকির পানি নাপাক হয়ে যাবে। শরহে মুনিয়া, পৃষ্ঠা-৯৯

নলকূপ নাপাক হলে পাক করার পদ্ধতি

নলকূপের ভিতরে কখনো এমন নাপাক পড়তে পারে যা বের করা যাচ্ছে না। এ রকম নাপাক দু'ধরনের হতে পারে।

১. নাপাকযুক্ত কোন বস্তু পড়তে পারে, যেমন- নাপাক কাপড়। লক্ষণীয়- বিষয় হলো, সত্তাগতভাবে কাপড় কিন্তু পাক। নাপাক হয়েছে অন্য কারণে।

২. এমন বস্তু যার সত্তাটাই নাপাক যেমন- মৃতপ্রাণীর নাপাক কোন অংশ।

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে পানি বের করে ফেলে দিলেই নলকূপ পাক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হবে, যে যাবত না ঐ বস্তুটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জাওয়াহিরুল ফিকহ, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৪৮০

পানি; পাক-নাপাক প্রসঙ্গে বিবিধ মাসাঈল

ক. মশা, মাছি, বোলতা, ভীমরুল, তেলাপোকা, মৌমাছি বা এরূপ যে সব প্রাণীর মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই, সেসব প্রাণী পানিতে পড়ে মারা গেলে বা বাইরে মরে পানিতে পড়লে পানি নাপাক হবে না এবং এসব প্রাণী পানি ব্যতিত অন্য কোনো তরল পদার্থ, যেমন- মধু, দুধ ইত্যাদিতে পরে মারা গেলে তাও তা নাপাক হয় না। তেমনী ভাবে যদি ছোট টিকটিকি হয়, যাতে প্রবাহমান পরিমাণ রক্ত নেই, তাহলে তা পানিতে পড়ে মারা গেলেও উক্ত পানি নাপাক হবে না।

খ. মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণী, যেগুলোর জন্ম পানিতে এবং সব সময় পানিতেই বসবাস করে সেগুলো পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হয় না।

গ. যেই প্রাণী পানিতে জন্মায় না, কিন্তু পানিতে বসবাস করে, যেমন- হাঁস ও পানকৌড়ি, তা পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এমনিভাবে অন্য জায়গায় মরে পানিতে পড়লেও পানি নাপাক হয়ে যাবে।

সংগ্রহ: ফিকহুত ত্বাহারাত বই থেকে